advertisement

ঝরে পড়েছে ৩ লাখ ৭৩ হাজার শিক্ষার্থী : কার্যকর ব্যবস্থা নিন

৩ নভেম্বর ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ২ নভেম্বর ২০১৯ ২৩:২৯

দেশে শিক্ষার্থীদের অকালে ঝরে পড়া প্রতিরোধে বহুমুখী পদক্ষেপ দেখা গেলেও এখনো শতভাগ সফলতা আসেনি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার আশঙ্কাজনক। গতকাল ২ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে চলতি বছরের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা। এ বছর এই পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা ২০১৬ সালে প্রাথমিক ও এবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষায় পাস করেছিল। ওই বছর প্রাথমিক ও এবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষায় পাস করেছিল ৩০ লাখ ৩৫ হাজার ২৫০ জন। তুলনামূলক তথ্যে তিন বছরের ব্যবধানে শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে গেছে ৩ লাখ ৭৩ হাজার ৫৬৮ শিক্ষার্থী।

ঝরে পড়া রোধে সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও মিড ডে মিল চালু করার পরও কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসছে না। আমরা প্রাথমিকে প্রায় শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তির লক্ষ্য অর্জন করতে পারলেও দেখা যাচ্ছে যে, এই শিশুদের একটা বড় অংশ মাধ্যমিক পর্যায় পেরোতে পারছে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বয়সী ছেলেরা বিভিন্ন কাজে যুক্ত হয়ে যায়। তখন বিদ্যালয়ে না যেতে যেতে ঝরে পড়ার দিকে যায়। আর মেয়েদের ঝরে পড়ার বড় কারণ হলো দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। আবার অতিরিক্ত পরীক্ষার চাপ, প্রাথমিক স্তর থেকে ওপরের দিকে শিক্ষার ব্যয় ক্রমেই বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষা

পদ্ধতির সংস্কার ও শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষার বিস্তারে দরিদ্রবান্ধব যেসব কর্মসূচি রয়েছে, সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। অসচেতন অভিভাবকদের লেখাপড়ার গুরুত্ব বোঝানো এবং ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ খুবই প্রাসঙ্গিক। অধিক জন্মহার ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলোয় শিশুবান্ধব ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা ও শিশুদের মধ্যকার পরীক্ষাভীতি দূরীকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

advertisement